MAR 0 : 2003

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি

অনিয়ম-দুর্নীতি-জালিয়াতি একে একে সব কিছুকেই গ্রাস করে ফেলছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ভর্তির 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ধরার পর এবার 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায়ও জালিয়াতির খবর পাওয়া গেছে। জালিয়াতির কারণে 'ঘ' ইউনিটেরও সাড়ে ৯শ' শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬শ' পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাই নেয়া হয়নি। বাকি সাড়ে ৩শ' শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষার দিন বাতিল করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা সম্ভবত এবারই প্রথম। বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত শুধু নয়, উদ্বেগজনকও বটে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও নিম্নগামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতি জাল-জালিয়াতি আমাদের দেশে কম বেশি সবখানেই আছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি তো এখন অনেকটাই গা-সওয়া হয়ে গেছে; এখন বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ও দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। এত বিচিত্র ও অভিনব কায়দায় জালিয়াতির ঘটনা ঘটানো হচ্ছে যে, বিস্মিত হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের ভর্তি পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। ২৪শে জানুয়ারি 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২১ হাজার ৬শ' শিক্ষার্থীর প্রতিযোগিতা করার কথা ছিল। কিন্তু আবেদনপত্র যাচাইয়ের সময় জালিয়াতি ধরা পড়ায় ৬শ' শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র বাতিল করা হয়। একজনের নম্বরপত্র দিয়ে কেবল ছবি পরিবর্তন করে একাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়ায় এবং কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ফরম কেনাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের আবেদনপত্র বাতিল করার হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়। এরপর পরীক্ষার দিন একে অন্যকে সাহায্য করার কারণে আরও সাড়ে ৩শ' শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এগুলোর পাশাপাশি আরও জালিয়াতি হয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। 'গ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এসব জালিয়াতির কারণে পুরো ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। মেধাবী ও যোগ্যরা উদ্বিগ্ন হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায়ও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। জাল-জালিয়াতি, দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি ঘটনা যেভাবে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলছে তাতে করে বিস্মিত হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা কি তবে এভাবেই ভূলুণ্ঠিত হবে? জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে অযোগ্যরা ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করবে অন্যদিকে মেধাবী ও যোগ্যরা বাদ পড়ে যাবে তা মোটেও কাম্য নয়। এই নষ্ট গহ্বর থেকে অনতিবিলম্বে উদ্ধার পাওয়া দরকার।

দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, এসব জাল-জালিয়াতি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন মোটেও উচ্চকণ্ঠ নয়। যারা এসব অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তেমন উৎসাহী বলে মনে হয় না। অপকর্মের ঘটনা এক-আধটা ধরা পড়লেও মূল ব্যক্তিরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। চুনো-পুঁটি গোছের দু'একজনকে মামুলি শাস্তি দেয়া হয়। ফলে অপরাধীরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যতশিগগির সম্ভব এ সর্বনাশা তৎপরতার অবসান হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করতে হবে। জাল-জালিয়াতি-দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে বর্তমান ভর্তি পদ্ধতিও পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেকোন ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি জাল-জালিয়াতির খপ্পর থেকে যদি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাকে মুক্ত করা না যায়, তাহলে তা হবে গোটা জাতির জন্যই চরম দুঃসংবাদ।